পাঠক ফোরাম

জনগণের প্রত্যাশা

আওয়ামী লীগ-বিএনপি উভয় দলই নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছে। যা পড়ে আমি কেন যে কেউই আনন্দে আপ্লুত হবেন। কারণ এত উন্নয়ন, এত ভালো ভালো কথা, যা ভাবাই যায় না। ইশতেহারে দু'দলই সন্ত্রাস নির্মূল, দুর্নীতি দমনের কথা বলেছে, অথচ দু'দলই কিন্তু সন্ত্রাসীদের লালন-পালন করছে, দু'দলেই সন্ত্রাসীরা আছে। দলের সন্ত্রাসীদের দমন না করে আওয়ামী লীগ-বিএনপি সন্ত্রাস নির্মূল করবে কিভাবে? দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী-এমপিদের সম্পদের তালিকা কোনো দলই প্রকাশ করেনি অথচ এরা দুর্নীতি দমনের কথা বলেছেন। এছাড়া বিভিন্ন সেক্টরে উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কতটুকু উন্নয়ন করবে তা কোনো দলই বলেনি। কোনো টার্গেট বা লক্ষ্যমাত্রা নেই। বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ বিষয়ে কোনো দলই সুস্পষ্ট করে কিছু বলেননি। এছাড়াও নানা রকম অস্পষ্টতা আছে। সাদা চোখে তা হয়তো ধরা পড়বে না। তবুও আশা, নির্বাচনী ইশতেহার যেন শুভংকরের ফাঁকি না হয়, ভালো ভালো কথাগুলো আওয়ামী লীগ কি বিএনপি যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন বাস্তবে যেন পরিণত করে দেখান। একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে এ আশা কি আমরা করতে পারি না?

মুহাম্মদ শফিকুর রহমান, বানারীপাড়া, বরিশাল

অঙ্গীকার

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশে এসে ঘুরে গেলেন। দুই নেত্রীর কাছ থেকে ৫টি বিষয়ে লিখিতভাবে অঙ্গীকারনামাও নিয়েছেন। আশার কথা এই যে, জিমি কার্টারের মধ্যস্থতায় শেখ হাসিনা ও বেগম জিয়া কথা দিয়েছেন আগামীতে হরতাল এবং সংসদ বর্জন করবেন না। আসন্ন নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেবেন বলেও অঙ্গীকার করেছেন। আর তাই যদি হয় তাহলে আগামীতে একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করতে পারবো এটাই আমাদের কাম্য।

শিল্পী
বড়বাগ, পপুলার হাউজিং, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬

অশ্লীল পত্রিকা

নিম্নমানের বেশ কিছু পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকা আছে যারা অশ্লীল, অরুচিকর ছবি আর সংবাদই প্রকাশ করে থাকে। পত্রিকা স্ট্যান্ডে এসব পত্রিকা দেখলে লজ্জা হয় আমাদের রুচি বিপর্যয়ের কথা চিন্তা করে। অনেক সময় অল্প শিক্ষিত তরুণরা এ ধরনের পত্রিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এখনই এসব উপ-পর্নো পত্রিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রয়োজন।

একরাম মওলা
কাজীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

লজ্জা

অশ্লীলতা এখন দেশের সর্বত্র ছেয়ে গেছে। সিনেমার পর্দায় চোখ মেললেই অশ্লীল দৃশ্য। দেশেও চলছে এখন নীল ছবি তৈরির মহড়া। পার্কে দাঁড়াবার জো নেই। সেখানেও ভাসমান পতিতাদের অশ্লীল ইঙ্গিত, আহ্বান। বিনোদনের শেষ ভরসা বিটিভি, ইটিভি; সেখানেও বিজ্ঞাপনে কুরুচিপূর্ণ নৃত্য, ভঙ্গি। এভাবে অশ্লীলতার দৌরাত্ম্যে একদিন আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, সমাজ কোথায় যাবে ভাবতেও লজ্জা লাগে। ভেবেছেন কি?

রাজ্জাকুল হায়দার
লাকী ভিডিও, মধ্যপাড়া
সেনানিবাস, বগুড়া

দূষিত শহর ঢাকা

দীর্ঘদিন থেকে ঢাকা শহরের পরিবেশ বিপর্যয় নিয়ে কথা হচ্ছে। ঢাকা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে দূষণযুক্ত শহর। ঢাকার বাতাসে প্রধান দূষণ দু'ধরনের। কিছু বস্তুকণা বা পারটিকুলেটস। কিছু গ্যাস, গ্যাসের মাঝে কার্বন, সালফার, নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং অন্যান্য গ্যাসের অতিরিক্ত মাত্রা বায়ুদূষণ ঘটায়। আর বস্তুকণার মাঝে রয়েছে এয়ারবর্ন পারটিকুলেট ম্যাটার বা মলপেন্ডেড পারটিকুলেট ম্যাটার। বিশ্বব্যাংকের কথা, এ শহরে শুধুমাত্র পরিবেশ দূষণের শিকার ৪২জন অকালে মৃত্যুবরণ করে। তার পরও বিপর্যয় রোধের জন্য কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেই। পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও কোনো উদ্যোগ নেই। এভাবে চলতে থাকলে প্রিয় নগরী ঢাকা একদিন মানুষশূন্য হয়ে পড়বে। সুতরাং এখনই সময় প্রিয় শহর ঢাকাকে রক্ষা করার।

শিশির, সাইফুল, শিলা, শাহীন
পূর্ণিমা পাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

ইদানীং শিক্ষকতা

ইদানীং শিক্ষকদের মানসিকতার পরিবর্তন দেখে আমরা শঙ্কিত। রাজনীতির নোংরা ধারা এখন শিক্ষক সমাজেও প্রবল বৈরিতার সূচনা করেছে। তারাই আজ নানা দলে বিভক্ত। দেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যাপীঠেও আজ শিক্ষকদের মাঝে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লড়াই চলে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অধিকাংশ সরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকেরা ক্লাসে পাঠদানে মোটেও যত্নশীল বা আগ্রহী নয়। একদিকে শিক্ষকদের মাঝে কোন্দল, অন্যদিকে অবহেলা। তাদের অবহেলা আর কোন্দল ছাত্রদের অবক্ষয়ের জন্যে অনেকাংশেই দায়ী। শিক্ষক সমাজ কি কখনো ভেবেছেন যে আপনাদের অবহেলায় নষ্ট হয়ে যেতে পারে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম! চলে যেতে পারে আলো থেকে অন্ধকারে।

মামুন
সিঙ্গাপুর

সন্ত্রাসপ্রীতি

আওয়ামী লীগ যে নীতিগতভাবেই সন্ত্রাসী-মাস্তানদের লালন করে তা আজ আর গোপন কোনো ব্যাপার নয়। আওয়ামী লীগ তা অস্বীকারও করছে না। বিশেষ করে দেশের সন্ত্রাসী নেতা জয়নাল হাজারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার পর আওয়ামী লীগ যেভাবে প্রতিবাদ করেছে তাতে প্রমাণ হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আর তাই স্বদলীয় সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে এই দল কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, নেবেও না। আওয়ামী লীগ কি এভাবেই সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দিতে থাকবে?

পারভীন সুলতানা লিপি
খিলগাঁ চৌধুরীপাড়া, ঢাকা

আক্রান্ত আমেরিকা

সন্ত্রাসকে সবাই ঘৃণা করেন। একক পরাশক্তি আমেরিকা সন্ত্রাসে আক্রান্ত ভাবতেই যেন কেমন লাগে। সন্ত্রাস এখন একক কোনো সমস্যা নয় আন্তর্জাতিক সমস্যা। আমেরিকার জনগণ ও বিপুল সংখ্যক নিরীহ মানুষের মৃত্যুতে আমরা শোকাভিভূত। বিশ্বমানবতার জন্য আমরা সন্ত্রাসকে ঘৃণা করি, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পক্ষ অবলম্বন করি। আমরা চাই সন্ত্রাসীদের বিচার হোক অন্তত মানবতার জন্যে।

মোঃ রাশেদুজ্জামান জুয়েল
আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ময়মনসিংহ

প্রসঙ্গ : জাহাঙ্গীরনগরে ধর্ষণ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের ব্যানার থেকে ধর্ষিত হয়েছে অনেক ছাত্রী। প্রথমে প্রমাণের অপেক্ষায় কর্তৃপক্ষ নীরব ছিলেন। পদক্ষেপ নিতে পারছিলেন না। কিন্তু এখন? এখন তো আর কোনো প্রমাণের অপেক্ষা নেই। তাহলে কেন ধর্ষণকারীদের শাস্তি দেয়া হবে না? বরং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ধর্ষণকারীদের পক্ষে বরাবরই যাচ্ছে। সেটা আর কিছুই নয়, ক্ষমতার লোভ আর সামান্য কিছু সুবিধার জন্য শিক্ষকদের এই অনৈতিক অবস্থান।

সাইদা আক্তার সুমী, মগবাজার ওয়ারলেস, ঢাকা

নতুন বিনিয়োগ

আমাদের দেশে বিনিয়োগের একটি নতুন খাত উন্মোচিত হয়েছে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে। এই খাতে বিনিয়োগের লাভ চিন্তা করে সমাজের রাঘববোয়ালরা এগিয়ে এসেছে। তারা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছে কয়েক কোটি টাকার

টোকাই

মাধ্যমে। আর নির্বাচনী খরচ তো রয়েছেই। এ থেকে বোঝা যায়, এই খাতে বিনিয়োগকারীরা কোটি টাকা লাভের আশা করছেন। যথাযথভাবে বিনিয়োগের ফলে রাঘববোয়ালরা তাদের ধনভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ করবেন অবশ্যই। কিন্তু এই বিনিয়োগ কি দেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে? এতে সাধারণ জনগণ কি উপকৃত হবেন?

কাজী হৃদয়
মিরপুর, ঢাকা

বাস ভাড়া

প্রায়ই বিভিন্ন রুটে অতিরিক্ত ভাড়া নিয়ে বাসযাত্রীদের সঙ্গে হেলপারদের মধ্যে তর্ক হয়। কখনো কখনো যাত্রীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের চূড়ান্ত নিদর্শন তারা প্রকাশ করেন। প্রথমে ননস্টপ, সিটিং, গেটলক নানান বিশেষণ থাকলেও কিছুদিন পর আর তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে না। টাউন সার্ভিসের কোনো রুটেই বাস ভাড়া ঠিক থাকে না। ইদানীং ৬ নম্বর (মতিঝিল-টু-বনানী) রুটে বাস মালিকগণ দাঁড়িয়ে যাত্রী নিতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। বাস ভাড়ার ব্যাপারে সরকার কি কোনো কার্যকরি পদক্ষেপ নিতে পারে না?

খালিদ
তিতুমির হল, বুয়েট

নির্বাচনের পরিবেশ

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার রীতিমত আন্দোলন করেছেন। প্রশাসনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেভাবে ব্যাপক রদবদলসহ নানা ব্যবস্থা নিয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ভোটের ব্যাপারে সংশয় ছিল। কিন্তু সেদিন ১ অক্টোবর সকালে বের হতেই দেখি এক অন্যরকম পরিবেশ। আশা করি, এ দেশের পরবর্তী নির্বাচনগুলোতেও যেন এমন পরিবেশ বজায় থাকে।

ফরিদ আহমেদ
টাউন হল, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

ইদানীং থিয়েটার

থিয়েটারের দর্শক দিন দিন কমেই আসছে। এ জন্য দায়ী করা হচ্ছে দর্শক চাহিদা এবং আকাশ- সংস্কৃতিকে। কিন্তু বিশ্বের অনেক উন্নত দেশেই থিয়েটার চলছে খুব সফলভাবেই। আমাদের থিয়েটারের শীর্ষ ব্যক্তিরা নিজেদের কল্যাণ সাধনেই ব্যস্ত। ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়েই তাদের আগ্রহ বেশি। সে জন্যই এত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমাদের থিয়েটার শিল্প আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে।

রিয়াজউদ্দিন সেলিম
মতিঝিল কলোনি, ঢাকা

আগামী প্রজন্ম

আমরা নতুন প্রজন্ম এদেশের পরিস্থিতি নিয়ে হতাশ হতে চলেছি। তবুও আশার আলো খুঁজে বেড়াই। কিন্তু যারা আরও নতুন ওদেরকে আমরা কি উপহার দিয়ে যাব? এ দেশে শান্তি আর গণ-তন্ত্রের জন্য দেশনেত্রীরা আন্দোলন করেন, মানসকন্যারা ডক্টরেট পান কিন্তু তারা কি একবারও আগামী প্রজন্মের জন্য ভাবেন?

প্রিন্স
বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি, ঢাকা

শওকত ওসমানের 'জননী'

শওকত ওসমানের কালজয়ী উপন্যাস 'জননী' সরকারি অনুদানে নির্মিত হবার কথা থাকলেও পরবর্তীতে অর্থাভাবে তা আর হয়নি। শুধুমাত্র অর্থের অভাবে এমন একটি সৃজনশীল কর্ম থেমে যাবে এটা ভাবতেও খারাপ লাগে। 'জননী' কি আদৌ আলোর মুখ দেখতে পাবে না?

মোঃ আবু সুফিয়ান
ঢাকা

বোমা হামলা

দেশে বোমা হামলার ঘটনা নতুন নয়। একের পর এক ঘটে যাচ্ছে বোমা হামলা। অথচ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে উদাসীন। কোনো বোমা হামলারই সুষ্ঠু সমাধান পায়নি জনগণ। এতে কি আগামীতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা থেকে যায় না?

দিপি
এরশাদনগর টঙ্গী

প্র য়ো জ ন উ দ্যো গ

নগর ও পরিবেশের অবস্থান যেন মনোমুগ্ধকর ও সুপল্লবিত হয় সেজন্য দরকার নগর সৃষ্টির শুরু থেকে নজর রাখা। ঢাকা শহরকে উদ্যান নগরী না করা গেলেও কয়েকটি বিষয়ের ওপর নজর রাখা যায়। যেমন—নগরের বসতবাড়ি, কলকারখানা আর চারদিকে যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা রাখা। নগরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ আর নাগরিকদের জন্য গ্রিন বেল্ট দিয়ে ঘিরে রাখা। ঘন ঘন যানবাহন চলাচল আর যানবাহনের ভিড়ে নগর যেন নাগরিকদের কাছে শব্দময় হয়ে না ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। যার যেমন খুশি বা কারো খুশি মতো নগরীর ভূমি ব্যবহার না করতে দেয়া। নগরীর আয়ের অর্থ নগরবাসীদের কল্যাণে ব্যবহার করা, তবেই ঢাকা ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠবে বসবাসের এক নম্বর উপযোগী স্থান। আর এ জন্য চাই সবার এবং নগর কর্তৃপক্ষের আন্তরিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা।

ডাড়লী, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

সন্ত্রাস দমন (!)

আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, ফেনীর জয়নাল হাজারীর নিরাপত্তাই আজ আওয়ামী লীগের জন্য প্রধান ইস্যু। জয়নাল হাজারী একজন স্বঘোষিত সন্ত্রাসী। পুলিশ-বিডিআর অভিযান চালিয়ে তার বাসা থেকে অস্ত্র উদ্ধার করেছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ জয়নাল হাজারীকে সমর্থন করার নীতিতে অবিচল। এই সমর্থনে আওয়ামী লীগের ভোট কমে যাচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আওয়ামী লীগের এই যুদ্ধ ঘোষণার কাছে নতি স্বীকার করলে চলবে না। আওয়ামী লীগের দাবি অনুযায়ী ফেনীর ডিসিকে বদল করা হলে তা হবে জাতীয় পরাজয়। এই জাতীয় পরাজয় আমরা মেনে নিতে পারি না। আজ আমরা নির্দ্বিধায় আওয়ামী লীগকে সন্ত্রাসের সপক্ষের শক্তি বলে আখ্যায়িত করতে পারি। অথচ অবাক লাগে এই আওয়ামী লীগই সন্ত্রাস দমন আর গণতন্ত্রের কথা বলে।

শফিকুল গণি
১৪/ক/২ নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম

আত্মবিশ্বাস ছিনতাই

বাংলা সাহিত্যের এক প্রধান পুরুষ সৈয়দ শামসুল হক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ভাষাকন্যা' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং মমতাজ উদ্দিন আহম্মেদ স্যার যখন তাকে 'ধানকন্যা' উপাধিতে ভূষিত করে বলেন, আপনার হাতে আলোর মশাল, অন্ধকার কেটে যাচ্ছে তখন ছিনতাই হয় আমার আত্মবিশ্বাস, অনুপ্রেরণা, আমার স্বপ্ন এবং...

অর্ক, বক্স নং-১০৯, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০